I R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০১ বর্ষ
৪১শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৩রা চৈত্র ১৪২১
১৮ই মার্চ ২০১৫
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

সরকারী খাজনা আদায়ে মাত্রাছাড়া প্রশাসনিক জুলুম

নিজস্ব সংবাদদাতা : চলতি বছর রাজস্ব আদায় যাতে ৪৫ হাজার কোটি আদায় করা যায়, তার লক্ষ্যে পৌছতে মরিয়া রাজ্য সরকার। এর জন্য গোটা রাজ্যে সর্বশক্তি দিয়ে নেমেছে প্রশাসন। ওপরতলার চাপে মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষেত্রে কর আদায়ে জুলুম শুরু হয়েছে বলে খবর। আইনতঃ চলতি বছরের কর বাংলার শেষ মাস চৈত্র পর্যন্ত দিতে পারে। কিন্তু মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক, বিশেষ করে এ.ডি.এম (এল.আর) অরবিন্দকুমার মিনা সম্প্রতি কর আদায়কারীদের নিয়ে জেলায় এক সভা করেন। সেখানে কর্মীদের সঙ্গে ভীষণ রুক্ষ ব্যবহার করেন তিনি বলে অভিযোগ। তাঁর কথাবার্তায় শালীনতা হারায়। প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ এক কর্মী জানান, ঐ সভায় লালবাগের এক কর আদায়কারীকে (তহশীলদার) বাস্তব কথা বলার জন্য সভা চলাকালীন তাকে ঘর থেকে 'গেট আউট' বলে বের করে দেন অরবিন্দ মিনা। জরুরী অবস্থার মত একটা ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে কর্মচারীদের মধ্যে। তহশীলদাররা কর আদায়ে শনি রবিবারও হন্যে হয়ে ঘুরছেন--কি করে লক্ষ্যে পৌছান যায়। (শেষ পাতায়)

অবৈধ প্যাথোলজি ও জাল ওষুধে নাজেহাল মানুষ, নির্বিকার স্বাস্থ্য দপ্তর

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর নিয়ে এখন একশোরও বেশি প্যাথোলজি সংস্থা চলছে। কোথাও এক্সরে, কোথাও ইউ.এস.জি, কোথাও রক্ত-মলমূত্র-কফ-থায়রয়েড পরীক্ষার রমরমা ব্যবসা। অথচ এদের মধ্যে বেশী ভাগই প্যাথোলজিস্ট, রেডিওলজিস্ট বা সোনোগ্রাফি স্পেশালিস্ট নন। ওষুধের দোকান, ডাক্তারদের চেম্বার বা হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকার সর্বত্র গজিয়ে উঠেছে এ ধরনের ব্যবসা কেন্দ্র। তাই বাধ্য হয়ে শহরের দু'একটি ডায়গনষ্টিক সেন্টারের ওপর ভরসা করতে হচ্ছে মানুষকে। অনেকের অভিযোগ--এক্সরে বা ইউ.এস.জি করলে প্লেট পাওয়া গেলেও সে ধরনের কোন রিপোর্ট সঙ্গে থাকে না। কয়েকশো টাকার বিনিময়ে অনেক জায়গায় রিপোর্ট দিলেও সেভাবে কোন স্বীকৃত প্যাথোলজিষ্টের সই বা রেজিষ্ট্রেশন নম্বর থাকে না। এ ব্যাপারে অভিযোগ জানিয়েও কিছু করেতে পারেননি ভুক্তভোগীরা। ঝাঁ চকচকে বিল্ডিং হাঁকিয়ে মানুষকে প্রলোভিত করলেও আসল জিনিসে গলদ থেকেই যাচ্ছে। বহু ভুল রিপোর্ট রোগীর চিকিৎসায় বাধা সৃষ্টি করছে। (শেষ পাতায়)

জঙ্গিপুরে মাতৃসদন

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হাসাপাতালের আইসোলেশন বিভাগের পরিত্যক্ত বিল্ডিং এর পাশের জায়গায় ২০০ বেডের মাতৃসদন নির্মাণের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। কাজ শুরুর আগে সয়েল টেষ্টের যাবতীয় প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে বলে খবর। খবর, এর জন্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক ৫০ কোটি টাকাও নাকি বরাদ্দ করেছে। জেলা সদর শহর বহরমপুরের পরই জঙ্গিপুরে মাতৃসদন চালু হচ্ছে।

আর.এস.পির লোকাল সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২১ ফেব্রুয়ারী আর.এস.পি দলের লোকাল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রঘুনাথগঞ্জ ভাগীরথী লজে। পূর্বে রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত, জঙ্গীপুর মিউনিসিপ্যালিটি ও রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে একটি লোকাল ছিল । এবারের (শেষ পাতায়)

তৃণমূলের কর্মী সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের লক্ষ্মীজোলা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের ১ম বর্ষ কর্মী সম্মেলন হয়ে গেল ২২ ফেব্রুয়ারী। সম্মেলনে প্রায় ৩৫০ কর্মী উপস্থিত ছিলেন বলে জানান তৃণমূলের রঘুঃ ব্লক-২ সভাপতি মহঃ ইমাজুদ্দিন বিশ্বাস। তিনি জানান, ১৯৯৮ এর পর এখানে ব্লক বা অঞ্চল এর কোন সম্মেলন হয়নি। যার জন্য সাংগঠনিক শক্তি ভীষণ দূর্বল। আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মী সম্মেলন অব্যাহত থাকবে।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা চৈত্র, বুধবার, ১৪২১

॥ বাউল বসন্ত ॥

ফাল্গুন অবসিত হইয়াছে। দিন শেষ হইয়া আসিতেছে। আর কয়েকটি দিন পরে বর্ষও বিদায় লইয়া যাইবে। বসন্তের বিদায়ের পালা। নিত্য তাহার আসা আর যাওয়া ধরণীর উপর। ভরা পাত্রটিকে শূন্য করিয়া আবার তাহাকে পূর্ণ করিয়া সে চলিয়া যাইবে নূতনভাবে। বন্ধন ছিন্ন করিবার সাধনা তাহার চিরকালের। সে দস্যুর মত তাহার চিরাভ্যাসের খেলা ভাঙিয়া চুরিয়া চলিয়া যায়। সে তো হইল ধরণীর ধ্যান ভরা ধন। ভুবনমোহন বেশে আসিয়া থাকে ধরণীর উপরে। তাহার আগমনের বার্ত্তা রটিয়া যায় বনে বনান্তরে, পত্র পল্লবের মর্মরে। তাহার মায়াবী রূপে কি সম্মোহিনী। প্রতিবারই সে আসে তাহার নবীন পরিচয় দিতে। তাহাকে দেখিলে মনে হয় না সে পরিচিত, পুরাতন। মনে হয় সে যেন বারে বারে নূতন, ফিরিয়া ফিরিয়া নূতন। সে বাতাসে উড়াইয়া আনে তাহার রঙিন উত্তরীয়। পলাশ কিংশুক তাহাদের রূপের রক্তিম আগুনে জ্বালাইয়া দেয় তাহার মিলন মাঙ্গল্য হোম শিখা।

বসন্ত তো ক্ষ্যাপা বাউল। পথ চলাতেই তাহার আনন্দ। ফুল ফোটাইবার খ্যাপামি লইয়া আসে, আবার তা শেষ করিয়া দিয়া সে চলিয়া যায়। তাহাকে দেখিয়া মনে হয় সে যে পথ ভোলা পথিক। মেন হয় সে সন্ধ্যাবেলার চামেলি অবার কখন মনে হয় সকাল বেলার মল্লিকা। আবার কখনও মনে হয় সে চৈত্র রাতের উদাসী। নব নব রূপে সে অপরূপ। তাহার স্থায়িত্ব তো ক্ষণকালের। তাহাকে ঘিরিয়া কত উৎসব, কত হাসি, কত দেখা শোনা। কিন্তু 'বৎসরান্তে রক্ত সন্ধ্যার স্বপ্নের ভেলায়' ভাসিয়া যাইবে তাহার সব কিছুই। আর কয়েকটি দিন পর কানন শাখায় বাজিতে শুরু করিবে বেলা শেষের বেণু। গমনোদ্যত বসন্তের বিদায় বাণী। অস্তগিরির শিখর চূড়াতে উড়িতে থাকিবে 'ঝড়ের মেঘের ধ্বজা'। ইহাতে তাহার বিদায়ের ইঙ্গিত হইবে সূচিত।

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

বসন্ত যায় চলে যায়

বসন্ত ঋতু প্রসঙ্গে কিছু লিখতে গেলে এক ইংরেজ কবির "শীত এলে বসন্ত কি না এসে পরে" উক্তিটি মনে পড়ে। এই মহাবিশ্বে এমন কবি নেই যিনি ঋতু নিয়ে কিছু বলেননি বা লেখেননি বা ঋতুর প্রভাবে পড়েননি। সব ঋতুতেই পাখি ডাকে, ফুল ফোটে কিন্তু বসন্তে ফোটা রক্তিম পলাশ ফুল ও কোকিলের সুললিত কণ্ঠস্বর শুধু প্রকৃতি প্রেমিকই নয়, যে কোন মানুষের মনকে নাড়া দেয়। রবীন্দ্রনাথই বসন্তকে আমাদের বেশী করে চিনিয়েছেন। দোল উৎসবের মধ্য দিয়ে সকলকে রাঙিয়ে বসন্তের আবির্ভাব বাঙালী মনে এতটাই রেখাপাত করে যা এক কথায় অবর্ণনীয়। শান্তনু রায়, রঘুনাথগঞ্জ

জীবনপুরের পথিক

অনুপ ঘোষাল

ছোটবেলায় সিনেমার একটা গান শুনেছিলাম। 'জীবনপুরের পথিক রে ভাই কোন দেশে সাকিন নাই।' ঠিকানা থাকবে কী করে, স্থায়ী নিবাস তো পরপারে। এ এক নিছক ভ্রমণ! জীবনপুরের পথিক ব্যাপারটা কী ? হাতপা ছুঁড়তে ছুঁড়তে হাজির হয়ে গেলেন দুনিয়ায়। জায়গাটা খুব জুৎ-সই মনে না হওয়ায় কেঁদে মাৎ করলেন নার্সিংহোমের ক্যাবিন। হাসপাতালে জন্ম নিলে কুকুর বিড়াল হয়তো মুখে নিয়ে দিল দৌড়, ভ্রমণের প্রথম অংকেই ছুট্টি।

ধরে নিন কুকুরে খেল না, টিটেনাসে অষ্টাবক্র হলেন না--ঠিকেফিকে নিয়ে টিকেই গেলেন, ধুম করে অন্নপ্রাশন--কপালে চন্দন, পরনে চেলি, পায়ে মল, হাতে সোনার বালা। শানাই বাজল। বাপমা আহ্লাদে আটাশ, বেটা আমার নটি বয় মিঠিমিঠি কতা কয়। জগৎ ভ্রমণের এই প্রথম পর্বটা বড় মোলায়েম উষার কমলা আভার মত। বেলা বাড়তে একটু রোদ্দুর। স্কুলে ভর্ত্তির লিস্টে নাম উঠেছে, যেন লটারির বাম্পার প্রাইজ। বাপমা ঝাঁপিয়ে পড়লেন ছেলেকে নিয়ে। নিজেদের সমস্ত ব্যর্থ স্বপ্ন সফল করবেন আপনার মধ্য দিয়ে। পাঁচ বছর বয়সেই ঘাড়ের ওপর পঁচিশখানি বই। সকালে সুইমিং। বিকালে যোগা। সন্ধেয় আবৃত্তি। রাতে অঙ্কন। মধ্যরাতে কম্প দিয়ে জ্বর। স্কুলে নিল-ডাউন। টিউটরের কাছে চড়থাপ্পড়। জুলফির চুল বাবার দুআঙুলে জমা। ঘানিতে ফেলে পেষাই। ভ্রমণের দফা রফা। কেমিষ্ট্রি, কম্প্যুটার, ক্রিকেট সর্ব বিষয়ে বিস্তর কেরামতি দেখিয়ে পঁচিশে পণ্ডিত হলেন। একঝুড়ি সার্টিফিকেট নামিয়ে জুটিয়ে নিলেন একটা চাকরিও। ছোট সাহেব। পেটের ধান্দা হলে বিয়ে পায়। বিজ্ঞাপন দিয়ে বিজ্ঞের মত পণ হেঁকে গিন্নীকে ঢোকালেন ঘরে। মধুচন্দ্রিমায় মধুপুরের বাগানবাড়ি। 'শরতের চাঁদ ঝুলছে আকাশে, রাতজাগা পাখি গাইছে। আহ, ভুবন ভ্রমিয়া শেষে আমি এসেছি নতুন দেশে।' বড়ো সুখের পর্ব এই নবীন যৌবন।

নতুন পুরনো হয়। কটা বছ,যেতেই বউ-এর মধু শুকিয়ে গেল। যৌবনভ্রমণ শেষে বধূ হাঁকলেন, 'ঝ্যাঁটা মেরে ক্যাঁতা চাপা দিতে হয় হতভাগা মিন্‌সেদের। খালি খাইখাই, ছোঁকছোঁক স্বভাব ! ছোঁকছোঁক কিছুই নয়। একদিন তন্বী স্টেনোর সঙ্গে সিনেমা গিয়ে ধরা পড়েছেন। আর একদিন সোহাগের ছলে শ্যালিকার পিঠে হাত রেখেছিলেন। ব্যাস ! জগৎ ভ্রমিতে পাগল বনে গেল এক ছাগল। অতঃপর খুটিতে বেঁধে রাখার প্রাণান্ত প্রয়াস। জোছনা ফিকে হয়ে গেল, ফুলে গন্ধ নেই। কোকিলের স্বর থেকে পিছলে পালাল পঞ্চম। 'তুমি আর আমি শুধু জীবনের খেলাঘর'--শ্যামল মিত্র বেসুরো বাজছেন। এখন চড়া সুর-তুমি আর আমি, ধ্যাৎ এইখানে আমি। ডিভোর্স নিয়ে বেরিয়ে গেলেন বউ। সঙ্গে ছেলে। আপনার ভাগে পড়ল মেয়ে। ভ্রমণ লাটে। ভ্রমণে বুঁদ ছিলেন টের পান নি, ততদিনে পঁচিশ থেকে পঞ্চাশে পৌঁছে গেছেন। বানপ্রস্থের বয়েস। কিন্তু মনের লম্পঝম্প যে আর থামে না ছাই ! পাগলা ঘোড়া বশ মানে না কিছুতেই। এদিকে কন্যাও বিবাহযোগ্যা। মেয়েকে সুপাত্রে ফিট্ করে বরং ফাঁকা ঘর ভরাবার কথা ভাবা যাবে। অফিসে এখন আপনি বড় সাহেব। কনিষ্ঠ কেরানিটি বেশ চকচকে। এমএ পাশ, উজ্জ্বল ভবিষ্যত। পাকড়াও করলেন। প্রোমোশানের টোপ দিতেই রাজি। ওমা, মেয়ে যে এদিকে ফসকে পালিয়ে গেল ! তলে তলে কন্যা যে এমন কট্টর কমুনিস্ট হয়ে গিয়েছিল, খবর পাননি। শ্রমিক ইউনিয়নের একনিষ্ঠ কর্মী হারাধন। রিকশা চালায়। নিজের রিকশা নয়, পাঁচু বাবুর। জমা রোজ কুড়ি টাকা। পাঁচু মিত্তির ঘোড়েল প্রতিবেশী। পাঁচিল নিয়ে মোকদ্দমা করেছেন। মুখ দেখাদেখি নেই। (পরের পাতায়)

॥ মন কি বাত ॥

হরিলাল দাস

মনের কথা কী মুখে বলা যায় ! অথচ ভাষা হচ্ছে মনের ভাব প্রকাশিক। অন্যদিকে যে কথা মনে আছে তাকে প্রকাশ করা দরকার। মত আদান-প্রদানের সুবিধে করে দিতে বর্তমান প্রধান মন্ত্রী চালু করেছেন--মন কি বাত। ২২শে ফ্রেবুয়ারি অনুষ্ঠানে তিনি পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন--সমস্ত পরীক্ষায় তারা পরীক্ষাকে একটি উৎসব মনে করে নেবে। পরে পত্রিকায় ব্যঙ্গ চিত্র বেরিয়েছে--পরীক্ষার হলে খাতা ও প্রশ্নপত্র বিতরণের পর পরীক্ষার্থীরা ইনভিজিলেটরকে বলছে--স্যার এবার আপনি যান, এখন আমরা উৎসব শুরু করব।

মোদিজি ছাত্রছাত্রীদের আরও যে সব পরামর্শ দিয়েছেন, তা সবই শিক্ষা-বিজ্ঞানসম্মত ও প্রচলিত। কিন্তু কথা হচ্ছে সে সব পালন করা নিয়ে। ভালো কথা বলা আর জীবন যাপনে সেগুলো পালন-আচরণ করা এই দুইয়ের মিলন হবে কীসে ? একই অনুষ্ঠানে তিনি অভিভাবকদের বলেছেন ছাত্রছাত্রীদের প্রতি চাপ না দিতে--তাদের নিজের মতো করে বিকাশে সাহায্য করতে। ঠিক কথা। কিন্তু কোনো অভিভাবক সেটা পালন করবেন ? সবাই এখন চাইছেন তাঁদের ছেলে মেয়েরা প্রত্যেকেই লেখাপড়ায় প্রথম হোক, আবৃত্তি-বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় অবশ্যই প্রথম হতে হবে, নাচ-গান-নাটকেও তাই, খেলাধূলাতেও চ্যাম্পিয়ান। একাধারে সবেতেই সেরা। এই হচ্ছে অভিভাবকদের অসীম দুরাশা। এর সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে ছেলেমেয়েরা হচ্ছে অহং সর্বস্ব আত্মকেন্দ্রিক অসামাজিক এক আজব জীব। আর তার ফল ভোগ করছে গোটা সমাজ, নানাভাবে। দাদাঠাকুরের ভাষায় বলা যেতে পারে Shoe-ফল ভোগ করছে সমাজ।

মোদিজির কুর্তা নিলামে বিক্রি করে পাওয়া গেল চার কোটি একত্রিশ লক্ষ টাকা। যদিও কুর্তার আসল দাম দশ লাখ টাকা। বেশ ভালো। সেই টাকা মোদিজি খরচ করবেন 'স্বচ্ছ ভারত' অভিযানে। বেশ ভালো। তবে এই অভিযানে মনের ময়লা সাফ হবার কী ব্যবস্থা ?

জন্মদিন ও জন্মদীন

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

কালিকাপুর গ্রামের জমিদার শ্যামাদাস চক্রবর্ত্তী। খুব বড় জমিদার না হলেও গ্রামবাসী সব লোকেই তাঁকে ভূস্বামী, তাতে ব্রাহ্মণ বলে' সকলেই খাতির ভক্তি করে। পূর্ব্ব পুরুষের দোতলা বাড়ী, বাগান, পুকুর ইত্যাদি কিছুরই অভাব নাই। নূতন স্বাধীনতায় জমিদারী আর নাই। অন্যান্য সম্পত্তি খাজনা দিয়া ভোগ করেন। শ্যাম বাবুর প্রাসাদের পাশেই এক ঘর দরিদ্র কৃষক বাস করে। নাম তার বক্কেশ্বর। গরীব হ'লে তার পূর্ব্ব পুরুষের ত্যক্ত সম্পত্তি ভোগ করার কিছু থাকে না। পিতৃদেব ছেলের যে নাম রেখেছেন তাও সে যেন ভোগ করার অধিকারী নয়। নাম তার বক্কেশ্বর, লোকে বখা বলে ডাকে। জমিদার বাড়ীর ঝি চাকররাও বখা বলে ডাকে। কি করবে সে যদিও শ্যাম বাবুর প্রতিবেশী তবুও কিন্তু তাঁর প্রজা নয়। শ্যাম বাবুর পিতামহ কুলগুরু বামনদাস ভট্টাচার্য্যকে দান করেছিলেন ঐ ভূমি। বক্কেশ্বর বামনদাসের ব্রহ্মোত্তরে বাস করে। জমিদারী ও ব্রহ্মোত্তর সব এখন সরকারের উদরে প্রবেশ করায় শ্যাম বাবু যার প্রজা বক্কেশ্বরও তার প্রজা। বক্কেশ্বর ভারত স্বাধীন হবার পূর্ব্বে হইতেই স্বাধীনচেতা। রোজ দিন মজুরীতে যে যেদিন ডাকে তার কাজ করে সন্ধ্যাবেলায় মজুরী মিটিয়ে নিয়ে হাটে জিনিষপত্তর কিনে বাড়ী অসে। কাজে যাবার সময় একখানি কাস্তে নিয়ে যায়। কাজে হ'তে ফিরিবার সময় জংলা উলুখড় এক আঁটি কেটে মাথায় নিয়ে বাড়ী আসে। বক্কেশ্বরের বউ রোজ সেই খড় রৌদ্রে দিয়ে শুকিয়ে রাখে। উনন ধরা হয়। তৈলের অভাব হ'লে রাত্রে যখন স্বামী খেতে বসে তখন এক মুঠো এক মুঠো উলুখড় জ্বালিয়ে প্রদীপের অভাব পূরণ করে। এই বউটি খড় জ্বালিয়ে তার আঁধার কুটির আলো করে। বক্কেশ্বর কবি না হ'লেও মুখে মুখে গান তৈরী করে। যদি ভুল হয়েছে কেউ বলে---সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় দু নম্বর কেটে নে। ভুল হ'লে তো গলা কাটার হুকুম নাই নম্বর কাটে।

আজ প্রাক্তন জমিদার শ্যাম বাবুর জন্মদিন। অনেক ধনী বন্ধু এসেছে। সন্ধ্যায় গানের আসর বসবে। বক্কেশ্বর কাজ ক'রে বাড়ী ফিরবার পথে গান করেত করেত পথ চলে। জমিদার বাবুর বাড়ীর পর তার বাড়ী। সে গান ধরেছে---

জানো না সে দিন কবে---
যেদিন ভবের পটোল
তুলতে হবে।
বাবুগিরি জমিদারী ক্ষণেক মধ্যে
সব ফুরাবে---
দুয়ারে হাতী ঘোড়া
সেপাই থাড়া
টাকার তোড়া পড়ে রবে।
কব্জী ঘড়ি হাতে দিয়ে
ঘোড় গাড়ীতে কে চড়িবে
শোয়ায়ে দড়ির খাটে
শ্মশান ঘাটে নিয়ে যাবে।

গান শুনে বউ দরজা খুলে দিল। বক্কেশ্বর তাকে রোজ যে প্রশ্ন করে তাই আরম্ভ করলো (১) ধার শোধ করেছ ? (২) ধার দিয়েছ ? (৩) জলে ফেলেছ ? প্রত্যেক প্রশ্নেই বউ সম্মতিসুচক উত্তর দিলে, স্বামী আদেশ করিলেন---তবে জ্বালাও সহস্র বাতি, ভোজনে বসুক নরপতি।

শ্যামবাবুর অতিথিরা এই কুটিরবাসী দরিদ্রের প্রশ্নে বিস্মিত হ'য়ে তাকে ডাকতে অনুরোধ করলেন শ্যাম বাবুকে। আহারান্তে বক্কেশ্বর তাদের মজলিসের কাছে এসে বলিল "বিপ্র চরণে প্রাতঃ প্রণাম। সন্ধ্যার পর রাত্রিতে প্রাতঃ প্রণাম শুনে হাল ফেসানী বাবুরা হেসে বল্লে প্রাতঃ প্রণাম মানে তো "গুড্ মর্নিং"। বক্কেশ্বর উত্তর দিলে গুরদেবকে জিজ্ঞাসা করুন। উনি আমার জমিদার ছিলেন। গুরুদেব বলিলেন বক্কেশ্বর যা জানে তোমরা তা জান না। রাত্রে প্রণাম নিষেধ, কন্যাদান ছাড়া অন্য কোন দান করা বিধি নয়। প্রণাম তো দান অর্থাৎ ভক্তি দান। ব্রাহ্মণ তৎপরিবর্ত্তে আশীর্ব্বাদ করেন " জয়োহস্তু রাত্রে তিনি বলবেন প্রাতঃ জয়োহস্তু"। হালের বামুনের ছেলেরা বখা যা জানে তাও জানে না বলিয়া লজ্জিত হলেন। শ্যামদাস বাবু তার বউকে প্রশ্ন যা করে তার মানে বাবুদের শুনাবার জন্য বলায় বক্কেশ্বর উত্তর করলো ধার শোধ করে---বৃদ্ধা মাকে খেতে দেয়। ধার দেয়--- ছেলেটাকে খাইয়েছে কি না তাই বলে। ছেলেকে সময়ে বৃদ্ধ বয়সে সে যদি মাল-মার বজ্জাত না হয় তবে মা-বাপের ঋণ শোধ করে। জলে ফেলে দেয়--- একটা মাতৃপিতৃহীন ভাগনে আছে সেও আমার ঘাড়ে। ওকে যা দেয় তাই জলে পড়ে। বড় হয়ে বিয়ে করে অন্যত্র চলে যাবে, হয়তো যাবার সময় এক কেলেঙ্কারী দিয়ে যাবে, বাবা আমার মামাকে ১০০০ টাকা দিয়েছিলেন। মামা তা দিলে না। সংস্র বাতি কোথা পাও ? বক্কেশ্বর বল্লে রাত্রে উলুখড় জ্বেলে স্ত্রী আমাকে খেতে দেয়। তেল অভাবে প্রদীপ জ্বলে না। সহস্রবাতি বলি ভয় ক'রে লক্ষবাতি বল্‌লে তবে ঠিক হতো। সকলে বুঝলে বখা নেহাৎ বখা নয়। জন্মদিনে জন্মদীনের তেজ দেখে সকলে অবাক হলেন।

জীবন পুরের পথিক .....(২ পাতার পর)

তারই সতেরোটি রিকশার মধ্যে একটি চালায় হারাধন। লাইনের ধারে তার ঝুপড়িতে রোদবৃষ্টি চমৎকার খেলে। মেয়ে শ্রেণীবিচ্যুত হওয়ার লক্ষে বাপের লক্ষ টাকার প্যান ভেস্তে দিয়ে হারাধনের রিকশা চেপে এক রাতে হাওয়া ! কী আর করেন, নতুন রিকশা কিনে দিলেন জামাতাবাবাজিকে। ঝুপড়ির চালে চাপালেন টালি। যৌতুক চৌদ্দ ইঞ্চি সাদাকালো টিভি। লজ্জায় অফিসে মুখ দেখাতে পারছেন না। কনিষ্ঠ কেরানি বলল, 'জোর ফাঁসাচ্ছিলেন স্যার !' অধস্তনরা মোকা পেয়ে বগ দেখাচ্ছে। ভলাণ্টারি রিটায়ার নিয়ে রেহাই পেলেন। তবে ভ্রমণ এবার বেশ জমে উঠল। বয়েসের দোষে চোখে ছানি, দাঁত লগবগ করছে। হাঁটুতে বাত, চড়া প্রেসার। দুপা হাঁটলে মাথা বন্‌বন্ করে ঘোরে, চোখে অন্ধকার।

জামাইটি ভাল। রোজ সন্ধেয় রিকশা চাপিয়ে আপনাকে গঙ্গার ধারে সান্ধভ্রমণ করিয়ে আনে। ভাড়া নেয় না। দরকার হলে ডাক্তার বদ্যি দেখায় হাসিমুখে ইলেকট্রিকের বিল্ জমা দেয়, রেশন তোলে। দুনিয়াভ্রমণে এমন দয়ালু আপনার চোখে পড়ে নি। পাঁচু মিত্তিরের মামলা তদ্বির করে জিতিয়ে নিয়ে এল এই হারাধনই। আপনাকে নিরীহ পেয়ে পাঁচু যেই গালপাড়তে শুরু করেছে, হারাধনই ইউনিয়নের কজনকে জুটিয়ে তেড়ে এসে রুখে দাঁড়াল। হারাধন আর তার ধার ধারে না, এখন নিজের রিকশা। এরপর গলা তুললে লাশ হাপিসের হুমকিতে পাঁচু কাঁচুমাচু। আপনি জামাই-এর জোরে কলার তোলার সাহস পেলেন এতদিন পর। ঢের হয়েছে। এবার জামাইমেয়েকে ঘরে ফেরানো যাক। রেঁধে দেবার কেউ নেই, পাগলা ঘোড়াটা ভড়কে গেছে জামাই-এর মাস্‌ল দেখে। আর সাহসে কুলোয় না কোন কাণ্ড ঘটাতে। মেয়েকে ফের বাড়ি ঢোকাতেই আপনার পুত্ররত্নটি তার সৎ-বাপের সৎ পরামর্শে রে-রে করে ছুটে এল। মামদোবাজি চলবে না। বাড়ির অর্ধেক ভাগ লিখে না দিলে দাঁত খুলে নিয়ে যাবে। ততদিনে ভাগ্যিস বত্রিশ পাটিই বাঁধাই হয়ে গেছে। ততটা অসুবিধের কিছু নেই। নতুন একসেট কিনে নিলেই চলবে। ছেলের ধমকে থমকে যাবার পাত্র আপনি নন। রুখে দাঁড়ালেন, 'আইন দেখ্‌গে যা। নিজের করা বাড়ি যাকে খুশি লিখে দিয়েছি। বেশ করেছি বুড়ো বাপটার খোঁজ নিয়েছিস অ্যাদ্দিন ?

ভ্রমণের শেষ পর্বে লাঠালাঠির দাখিল। মেজাজের পারদ চড়তে চড়তে বুকের বাঁদিকে হঠাৎ চড়াৎ ! দরদর ঘাম। লটকে গেলেন মেয়ের কাঁধে। জামাই-এর রিকশা তৈরি ছিল। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতাল। তখনও ধুক্‌পুক্ করছেন। হাসপাতালে বেড় নেই। ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের মেঝেতে এক কোণে জায়গা পাওয়া গেল হারাধনের হম্বিতম্বির জন্য। কিন্তু স্যালাইন কোথায় ? অক্সিজেনের সিলিণ্ডার খালি। শ্রমিকনেতা হারাধন মন্ত্রীকে টলিফোন করলেন রেগেমেগে। তিনি পাঁচতারা হোটেলে চোখে তারা দেখছেন, ফিরবেন মধ্যরাতে। ততক্ষণ পর্যন্ত যদি পেসেন্টের পেসেন্স থাকে, ব্যবস্থা নিশ্চয় হবে। হারাধন হা রে রে করে চেঁচিয়ে উঠল রাগে। নার্স নেই, ডাক্তার ছুটিতে। আছে এক আয়া। সে আপনাকে চিৎ করে ফেলে ধমকাচ্ছে, 'ছটফট করবেন না একদম। ভাল হবে না বলছি। মস্তানের শ্বশুরের মৃত্যু অত শস্তা নয়। কিছু হবে না।' বেশিক্ষণ ছট্‌ফট করতে হল না অবশ্য। সন্ধের পর রাত ঘনাতেই জ্বালা জুড়োল। শরীর ঠাণ্ডা। জামাই একটা খাটিয়া এনেছে।

(শেষ পাতায়)

সারকারি খাজনা আদায় .....(১ পাতার পর)

লক্ষ্য বলতে প্রতিদিন নাকি ১০০ জনের কাছ থেকে যেভাবেই হোক কর আদায় করতে হবে। আরও তুঘলকী ব্যাপার, মিনা সাহেব নাকি নির্দেশ দিয়েছেন--কেউ যদি গতবারের বা তার আগের বারের খাজনা মেটানো চেক দেখাতে না পারেন তাহলে তার কাছ থেকে 'বকেয়া' ধরে ১০ বছরের কর আদায় করে নিতে। এই ধরনের নির্দেশ নিয়ম বহির্ভূত বলে একজন তহশীলদার উঠে দাঁড়ালে তাঁকেও ঘর থেকে বার করে দেন অরবিন্দ মিনা। অথচ সব ইউনিয়ন এখন চুপ কেন--এ প্রশ্ন অনেকের।

অন্যদিকে খবর, গত ২০ বছর ধরে সাগরদীঘি ব্লকে বেআইনীভাবে সেচ এলাকার কর প্রায় দ্বিগুণ আদায় করা হচ্ছে সরকার থেকে। জেলার বা রাজ্যের কোথাও এই ধরনের শোষণ চলে না। এ বিষয়ে প্রাক্তন এম.এল.এ পরেশ দাস, পরীক্ষিৎ লেট বা হালের সুব্রত সাহা কিছুই করেননি। এ প্রসঙ্গে মিঃ মিনা কি বলছেন ?

অবৈধ প্যাথোলজি .....(১পাতার পর)

বাইরে চিকিৎসা করতে গেলে এই সব রিপোর্ট বা স্থানীয় ডাক্তারদের রোগ নির্ণয় দেখে অনেকেই হাসাহাসি করেন। মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক বা আই.এম.এ-র কর্মকর্তারা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। এর পাশাপাশি হাসপাতাল চত্বরের বেশীরভাগ দোকানে বিক্রী হচ্ছে কোলকাতা বাগড়ী মার্কেটের জাল ওষুধ বলে অভিযোগ। জঙ্গিপুরের সম্মতিনগর থেকে রঘুনাথগঞ্জের হাসপাতাল এলাকায় ওষুধ দোকানগুলোতে হঠাৎ হঠাৎ তদন্ত করলে অনেক বড় মাছই জালে ধরা পড়বে। স্বাস্থ্য দপ্তর বা ড্রাগ কনট্রোল সবাই সব কিছু জেনেও নির্বিকার। রফায় এদের দফা ঠাণ্ডা করে রেখেছে ব্যবসায়ীরা।

আর.এস.পির সম্মেলন .....(১পাতার পর)

এবারের সম্মেলনে রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও জঙ্গীপুর মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে রঘুনাথগঞ্জ-১ লোকাল এবং রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে রঘুনাথগঞ্জ ২ লোকাল গঠিত হয়। রঘুনাথগঞ্জ-১ লোকালের সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন প্রদীপ নন্দী এবং রঘুনাথগঞ্জ ২ লোকালের সম্পাদক হয়েছেন আবুল হাসনাৎ। সম্মেলনে জেলা সম্পাদক বিশ্বনাথ ব্যানার্জী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জানে আলম মিঞা, নেজামুদ্দিন আহম্মেদ, লালগোপাল চৌধুরী প্রমুখ। তারা বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্টিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃরঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

জীবন পুরের পথিক .....(৩ পাতার পর)

শেষ যাত্রায় শ্বেতপদ্মের একটা মালা জুটেছে গলায়। কপালে চন্দন। অন্নপ্রাশন আর বিয়ের দিনের মত। প্রাক্তন স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসেছেন, 'ছেলেটাকে একেবারে পথে বসিয়ে গেল লোকটা, কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। মানুষ, না মোষ ?'

এবার আর বাতে খুঁড়িয়ে নয়, রিকশায় লাট খেতে খেতে নয়। দোলায় চেপে যেন রাজামহারাজা ! ফিরে চল ওপারে। 'সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে, মন চল নিজ নিকেতনে।' বল হরি হরিবোল। এমন জব্বর ভ্রমণ আছে ব্রহ্মাণ্ডে ?

সতর্ক হোন

জঙ্গীপুর উচ্চ দেওয়ানী আদালতের ৬৮/১৯৮১-নম্বর বিভাগ বণ্টন মোকর্দ্দমার বিচারাধীন রঘুনাথগঞ্জের বাসুদেবপুর মৌজার C/S. ৮৪, ৮৭, ৮৮ নম্বর দাগ (=R.S. ২৮১, ২৮৪, ২৮৫ দাগ) সম্পত্তির মধ্যে ২০১০ সালে D.R.S-II দপ্তরের I-777, I-778, I-779 & I-780- নম্বর দলিলের গর্ভে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত- ৮৪ দাগের দক্ষিণাংশের ১০ শতক, ৮৮ দাগের সর্ব্ব উত্তরাংশের ৫০ শতক মধ্যে সুনির্দ্দিষ্ট কতকাংশ গঙ্গারাম ঘোষ, লোপামুদ্রা ঘোষ, গজেন্দ্রবদন চৌধূরী, অনিমেষ চৌধূরী, ছায়া চৌধূরী-গণ-খরিদ করা প্রকাশে-তাঁহারা ৮৮ নম্বর (=R.S-২৮৫) দাগের দক্ষিণাংশে মূল মালিক পক্ষের স্বত্ত্ব-দখলীয় নয়নজুলি লাগা ইঁটের পাঁচিল ঘেরা অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকা প্রচারে হস্তান্তরাদি করিতে স্বচেষ্ট হইয়াছেন। উহাতে তাঁহাদের কোন স্বত্ত্ব, দখল বা অধিকার নাই কেহ যেন তাঁহাদের উক্ত প্রচারে প্ররোচিত বা প্রলুব্ধ না হন।

–শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী

বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠের বিয়ের পছন্দমত কার্ড আমাদের কাছ পাবেন।

নিউ কার্ডস ফেয়ার

দাদাঠাকুর প্রেস

রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্রের রেজিষ্ট্রিশন (কেন্দ্রীয় আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ের বিবরণ : ৪ নং ফরম –১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয়–'জঙ্গিপুর সংবাদ' কার্য্যালয়, দাদাঠাকুর প্রেস এ্যাণ্ড পাবলিকেসন, চাউলপট্টি, পোঃ–রঘুনাথগঞ্জ, জেলা–মুর্শিদাবাদ(পঃ বঃ), ২। প্রকাশের সময়, ব্যবধান–সাপ্তাহিক, ৩,৪,৫। মুদ্রাকর, প্রকাশক ও সম্পাদকের নাম–অনুত্তম পণ্ডিত, জাতি ভারতীয় নাগরিক, বাসস্থান চাউলপট্টি, পোঃ–রঘুনাথগঞ্জ, জেলা–মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ), ৬। এই সংবাদপত্রের সত্ত্বাধিকারী অথবা যে সকল মূলধনের এক শতাংশের অধিকারী তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা–অনুত্তম পণ্ডিত, দাদাঠাকুর প্রেস এ্যাণ্ড পাবলিকেসন, চাউলপট্টি , পোঃ–রঘুনাথগঞ্জ, জেলা–মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ)। আমি অনুত্তম পণ্ডিত, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাঃ–অনুত্তম পণ্ডিত, প্রকাশক, রঘুনাথগঞ্জ, ১৮ মার্চ ২০১৫

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।